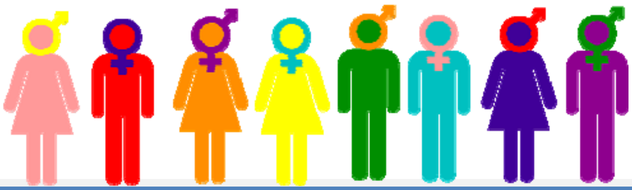

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপন পর্যবেক্ষণ

সার্বিক তত্ত্বাবধান:

SOUTH ASIA CENTER FOR media in development

Promoting Gender and Information Literacy in Media in Bangladesh

সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্ট

সহযোগিতায়:

FREE PRESS UNLIMITED

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপন পর্যবেক্ষণ

(১ নভেম্বর - ১৫ নভেম্বর ২০১৭)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

মো. মামুন আ. কাইউম

প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা সহকারী

মো. আতিকুর রহমান, সাবেক শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রা.বি।

মাহফুজা আফরিন মায়া, সাবেক শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রা.বি।

সার্বিক তত্বাবধান,সম্পাদনা ও সমন্বয় :

সৈয়দ কামরুল হাসান

উপপরিচালক ও কর্মসূচি সমন্বয়করী - *প্রমোটিং মিডিয়া লিটারেসি এন্ড সাসটেইনেবল মিডিয়া ডেভলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ* (সাকমিড)

সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভলপমেন্ট (সাকমিড)

ঢাকা, বাংলাদেশ

সহযোগিতায় : ফ্রি প্রেস আনলিমিটেড

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপন পর্যবেক্ষণ

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে নারীর অবদান নিয়ে ইতিবাচক কথা বা নারীকেন্দ্রিক চিত্রায়নে নারীর মর্যাদাপূর্ণ উপস্থাপনা খুব কমই আমাদের চোখে পড়ে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ করে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পিছু ছাড়ে না। আমাদের দেশে নারী ও পুরুষের অনুপাত, পরিবার, সমাজে ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে নারীরা পুরুষের সমান (কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশিও) অবদান রেখে চলেছে। কিন্তু পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা এখনো অবহেলিত এবং নারীদের নারী হিসেবেই চিত্রায়িত করা হয়, মানুষ হিসেবে নয়। নারী যেমন বিস্মৃত হয়েছে ইতিহাসের পাতা থেকে, অর্থনীতিতে নারীর উৎপাদনশীলতা হয়েছে অস্বীকৃত; তেমনি গণমাধ্যমেও তার অংশগ্রহণ ও বিকাশ আজো রয়েছে সীমিত। নারী-পুরুষের বৈষম্যকে প্রাকৃতিক বৈষম্য হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে অবিরাম। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের (সিডও সনদ, বেইজিং পিএফএ ইত্যাদি) এবং রাষ্ট্রেরও কিছু নীতিমালা ও আইনে (যেমন - সংবিধান, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, অশ্লীলতা ও মানহানি আইন) নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি নারীর সম্মানজনক চিত্রায়নের কথা বলা হলেও চিত্রটি প্রত্যাশিত মাত্রায় পরিবর্তিত হয়নি। গণমাধ্যমের এজেণ্ডা সেটিং তত্ত্বানুসারে, গণমাধ্যম যদি কোন বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে চায় তবে তা সম্ভব। গণমাধ্যমের এ প্রভাবের কারণেই একে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ ও জাতির বিবেক বলা হয়ে থাকে।

পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সকল প্রতিষ্ঠানে একই ধারা প্রচলিত। উৎপাদনের বিভিন্ন সেক্টরে নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতা ও বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে;নারীকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে । নারীর প্রতি সমাজের মনোভাব ও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সমাজে পুরুষ নারীকে সাজিয়েছে অসংখ্য অভিধায়; নারীকে বন্দী করার জন্য তৈরি করেছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। উদ্ভাবন করেছে অজস্র দর্শন, লিখেছে কাব্য, মহাকাব্য; সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান সহ অসংখ্য শাস্ত্র। আর এসবের পেছনে মূল যে কারন তা হলো- নারীর আর্থিক পরনির্ভরতা। নারী যেখানে কোন পেশায় নিয়োজিত হয় বেতন পায় পুরুষের চেয়ে কম, এমনকি উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন নারীরাও কম যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষের চেয়ে বেতন কম পায়। নারী সম্পর্কে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এমন দৃষ্টিভঙ্গি আদিকাল থেকেই চলে আসছে। এইভাবে নির্মিত হয়েছে নারীর অধঃস্তন ইমেজ।

সমাজে নারীর অধঃস্তন ইমেজটি প্রতিনিয়ত পুনরুৎপাদিত হচ্ছে নানা প্রতিষ্ঠানে। সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণমাধ্যমেও এই গৎবাঁধা নারীর ইমেজ নির্মিত হচ্ছে। বর্তমান গবেষণাটিতে এই ইমেজটি নির্মানের বা উপস্থাপনের ধরন খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। নারীর যে প্রতিকৃতি গণমাধ্যমে প্রতিফলিত তা বহুলাংশে বাস্তবের নারীর প্রতিফলন নয় বরং তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি। সেখানে নারী একদিকে সেনসেশনাল ইমেজের উপাদান, যৌনতার প্রতীক, পুঁজিতন্ত্রের আবহাওয়ায় কেবলই পন্য। অন্যদিকে নারীকে গণমাধ্যম তুলে ধরেছেদূর্বল ও পুরুষের উপর নির্ভরশীল হিসেবে।বস্তুতপক্ষে সাংবাদিকতার গোড়া থেকেই সংবাদের উপাদানের মধ্যে নারী প্রতিকৃতির অস্বাভাবিক উপস্থাপনা ও আগ্রহোদ্দীপক যৌন সুড়সুড়িকে গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

তবে ইতোমধ্যে সময়ের আবর্তে নারীর চিত্রায়নে গণমাধ্যমে পরিবর্তন সূচিত হলেও এখনও তা প্রত্যাশিত মাত্রায় অর্জিত হচ্ছে না। বিশেষ করে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের অভাব ও ব্যবসার প্রসারে গণমাধ্যমে নারীদের নেতিবাচক উপস্থাপন নারীবান্ধব সমাজ গঠনে আজো এক ধরনের প্রতিবন্ধক হিসেবেই কাজ করছে। সাংবাদিকতার সর্বজনীন নীতিমালায় শালীনতা বোধ; জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কথা বিবেচনায় রাখা ও একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার কথা বলা হয়েছে। আবার প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট-এ কুৎসামূলক সংবাদ থেকে বিরত থাকা, নারী-পুরুষ ঘটিত বা নারী সংক্রান্ত প্রতিবেদন/ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিকের অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালার ৩.৪.৬ ধারায় নারীকে হীনভাবে উপস্থাপন না করে সকলক্ষেত্রে পুরুষের সমমর্যাদায় প্রচারের কথা বলা হয়েছে। একই নীতিমালার ৩.৬.২ ধারায় শিশু বা নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডকে উদ্বুদ্ধ করে এমন অনুষ্ঠান প্রচার থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও নীতিমালাটিতে নারীকেন্দ্রিক অহেতুক ও দৃষ্টিকটু উপস্থাপন থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এতকিছুর পরও আমরা এ বিষয়ে প্রত্যাশিত মাত্রায় সচেতনতা ও আইন এবং নীতিমালার বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করছি না। তদুপরি এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দেশে মানসম্মত এবং পর্যাপ্ত গবেষণারও অভাব রয়েছে। আবার দেশের প্রথম সারির দুয়েকটি গণমাধ্যম ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের লিখিত ও আনুষ্ঠানিক জেণ্ডার নীতিমালা (আধেয় এবং কর্মক্ষেত্র বিবেচনায়) নেই। যাদেরও বা রয়েছে সেগুলো কাগজে কলমেই রয়েছে,বাস্তবায়নে ততটা এগুতে পারে নি কেউই;উপরন্তু সেগুলিসহজপ্রাপ্যও নয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সংবাদপত্রের প্রতিটি শাখায় নারীর গৎবাধা ইমেজ প্রতিফলিত হয়, সংবাদে যৌনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ উপাদান বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু যৌনতাকে উপস্থাপন করতে নারীর সেনসেশনাল ইমেজই ফুটিয়ে তোলা হয়। বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র-সংবাদ, আবহাওয়া-সংবাদ, ফিচার, খেলাধূলার সংবাদ, ধর্ষণ-সংবাদ ইত্যাদি প্রতিটি শাখায় নারী চিত্রের উপস্থাপনা গতানুগতিক। প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রের পাতায় পুরুষতন্ত্রের আলোকে নারীকে বিবেচনা করা হয়। নারী আইটেমগুলোর ট্রিটমেন্ট, সংবাদের ধরণ তথা সামগ্রিক কাভারেজের আলোকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গিয়ে এই বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বর্তমান গবেষণায় ।

তবে শুরুতেই একটি কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে আজ থেকে দশ বছর পূর্বেও গণমাধ্যমে যেভাবে নারীকে চিত্রায়ন করা হতো সে প্রবণতা কিছুটা পাল্টেছে। এককালে টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সিনেমাসহ অন্যান্য গণযোগাযোগের বাহনে নারীদের অত্যন্ত তাচ্ছিল্য, বিনোদনের উৎস ও যৌন সুড়সুড়ির উপাদান হিসেবে গণ্য করা হতো। যেসব শব্দ, বাক্য ব্যবহার হতো তাও পরিবারের সবাইকে নিয়ে উপভোগে প্রতিবন্ধক ছিলো। দেশের কিছু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সামান্য কিছু উদ্যোগ (সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ), সাংবাদিকতায় শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি, গণসাধ্যমের কেন্দ্রীয় বিভাগের ব্যবস্থাপকদের মোটিভেশনের কারণে নারীকেন্দ্রিক সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বল্প পরিসরের প্রশিক্ষণের মতো আরো কিছু প্রশিক্ষণ, বার্তা বিভাগের দায়িত্বশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং মাঝে মাঝে মিডিয়া মনিটরিং ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে নারী ইস্যুতে সংবাদগুলো আরো মানসম্পন্ন করা সম্ভব বলে ধারণা করা যায়।

এই প্রেক্ষাপটে সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভলপমেন্ট (সাকমিড) গণমাধ্যমে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য নিয়মিত পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় নিয়ে একটি পাইলট প্রকল্পেনিম্নোক্ত সমীক্ষা সম্পাদনেরউদ্যোগ নিয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

"বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপন পর্যবেক্ষণ" শীর্ষক এ সমীক্ষাটি যেসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়েছে তা হলো-

- গণমাধ্যমে নারী বিষয়ক কাভারেজের পরিমান ও ট্রিটমেন্টের স্বরূপ উপস্থাপন।
- বাংলাদেশের গণমাধ্যম সমূহে জেন্ডার সংবেদনশীলতার স্বরূপ উন্মোচন।
- প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে সংবাদ, বিজ্ঞাপন, ছবির ব্যবহার, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, চিঠিপত্র ও নারী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইটেমের গুনগত বিশ্লেষণ।
- নারী বিষয়ক যে সংবাদ গণমাধ্যমে উঠে আসছে তা পর্যাপ্ত কিনা যাচাই করা।
- নারী সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার নীতিমালা অনুসরন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- সংবাদে নারীকে নেতিবাচক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করা।

পূর্ব গবেষণা পর্যালোচনা

এই পর্যায়ে অতীতে গণমাধ্যম-নারী-সংবাদপত্র-ধর্ষণ-সংবাদ বিষয়ক যে কয়েকটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছে তার কয়েকটি পর্যালোচনা করা হয়েছে।এর মাধ্যমে সমীক্ষাটি সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারণা অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে **'বাংলাদেশের সংবাদপত্রে জেণ্ডার সংবেদনশীলতা'**শীর্ষক গবেষণাটি ২০০৭ সালে সম্পাদিত হয়। এতে ১লা জানুয়ারী ১৯৯৯ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ছয় মাসের সর্বাধিক প্রচার বিবেচনায় আটটি সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়। এর পাশাপাশি পাঠক জরিপ এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও উল্লেখিত বিষয়ের উপর সম্পাদক/ বার্তা সম্পাদকদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। এতে দেখা যায় নারী বিষয়ক সংবাদ বিশেষ করে নারীবিষয়ক সংবাদ ও নিবন্ধের জন্য বরাদ্দ "নারী" পাতায় বেশি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য পাতায় যা প্রকাশিত হয়েছে তা যৎসামান্যই বলা চলে। আবার এর মধ্যে শহরকেন্দ্রিক নারীর সংবাদই বেশি প্রকাশিত হয়েছে, গ্রামীন নারীরা অবহেলিত হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। মোট কথায় বলা যায়, গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে প্রকাশিত নারী বিষয়ক সংবাদগুলো সংবেদনশীল ছিল না।

২০০৮ সালে ড. সৌরভ শিকদার**'টিভি বিজ্ঞাপনে নারী প্রতিচিত্র'** শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পাদন করেন। উক্ত গবেষণায় দৃষ্টিগোচর হয়েছে কিভাবে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীদের অযাচিত কণ্ঠস্বর এবং অনাকাংখিত ছবি ব্যবহার করা হয়েছে ।

'খেলাধূলা পাতায় নারী খেলোয়াড়দের উপস্থাপনের কৌশল অনুসন্ধান:ঢাকা দৈনিক সমূহের উপর একটি সমীক্ষা' শীর্ষক একটি অপ্রকাশিত গবেষণা মনোগ্রাফ (২০০১) গণযোগাযোগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পাদিত হয়। গবেষণায় দেখা যায়, সংবাদপত্র নারী খেলোয়াড়কে সৌন্দর্য্য সামগ্রী, যৌনতার প্রতীক, বিনোদন সামগ্রী ও পুরুষ নির্ভর সত্ত্বা হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

'নারী উন্নয়নে সংবাদপত্রের ভূমিকা:একটি সমীক্ষা' শীর্ষক একটি অপ্রকাশিত গবেষণা মনোগ্রাফ (২০০১) গণযোগাযোগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পাদন করা হয়। মূল ধারার দুটি জাতীয় দৈনিকের ওপর গবেষণা থেকে দেখা যায়, এদেশের গণমাধ্যমে নারী এসেছে পুরোপুরি পুরুষশাসিত সমাজের প্রতিফলনে।

গণমাধ্যমে নারীচিত্র পরিস্ফুটন নিয়ে শামীম আখতার **'সংবাদ-গণমাধ্যমে নারীচিত্র'** প্রবন্ধে বলেন, সংবাদপত্রে প্রধানত: নারী নির্যাতন কেন্দ্রিক, রাষ্ট্রীয় ফলশ্রুতিতে নারীর প্রতি সরকারি দাক্ষিণ্য বা ভিক্ষা, নারীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় বা উচু শ্রেণীর নারী সংবাদ প্রভৃতি প্রাধান্য পায়।

উপরোক্তসমীক্ষা ও গবেষণাগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপন ছিলো নেতিবাচক।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান সমীক্ষাটি সীমিত পরিসরে একটি গুণগত পদ্ধতির গবেষণা। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে গুণগত পদ্ধতিতে গণমাধ্যমের আধেয় বিশ্লেষণ। গুণগত গবেষণা হচ্ছে এমন কোন বিষয়ের বর্ণনা বা বিশ্লেষণ যা চলকের পরিমাপের উপর নির্ভর করেনা।

তথ্যসংগ্রহ

যেহেতু বর্তমান সমীক্ষাটিতে সংবাদের মূলভাবকে আধেয় বিশ্লেষণের একক হিসেবে ধরা হয়েছে, সেহেতু নমুনায়িত গণমাধ্যম থেকে নারী বিষয়ক সংবাদের মূলভাব বের করা হয়েছে। এজন্য নারী বিষয়ক আধেয়গুলিকে বারবার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষনা সমগ্রক নির্ধারক

বর্তমান সমীক্ষাটি গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপন পর্যবেক্ষন বিষয়ক। তাই সমগ্রক হিসেবে দেশের সকল গণমাধ্যমকে সমগ্রক হিসেবে ধরা হয়েছে।

নমুনা নির্ধারণ

সমীক্ষাটি সম্পাদনের জন্য জনপ্রিয়তা ও কাটতির ভিত্তিতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দুইটি জাতীয় দৈনিক, একটি স্থানীয়(রাজশাহী) দৈনিক, একটি অনলাইন নিউজপোর্টাল এবং দুইটি টেলিভিশন চ্যানেলকে বেছে নেয়া হয়েছে। যেহেতু সমীক্ষাটি বৃহদাকার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেদিকটি বিবেচনায় রেখে স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক এবং অনলাইনের দৈনিকের সব আধেয় এবং ২৪ ঘণ্টার সংবাদ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে জনপ্রিয়"সময় টেলিভিশন" এবং "যমুনা টেলিভিশনের"প্রাইম টাইম সংবাদ (সন্ধ্যা সাতটার সংবাদ এবং সংবাদ চলাকালীন অন্যান্য বিজ্ঞাপন) বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। মোটামুটি জনপ্রিয় ট্যাবলয়েড পত্রিকা হিসেবে দৈনিক মানবজমিনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় দৈনিকের বিবেচনায় রাজশাহীর বহুল প্রচারিত দৈনিক সোনালী সংবাদকে বেছে নেয়া হয়েছে। আর দেশের প্রথম ও জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল হিসেবে বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর ডট কমকে নমুনা হিসেবে নেয়া হয়েছে। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকাকে নেয়া হয়েছে রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিতকাটতির ভিত্তিতে মধ্যম সারির একটি দৈনিক হিসেবে।

তথ্য উপস্থাপন ও উপাত্ত বিশ্লেষণ

তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে প্রতিটি সংবাদের মূলভাবগত আধেয় বিশ্লেষনের মাধ্যমে মূলভাবসমূহ সনাক্ত করা এবং তালিকাবদ্ধভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপন: আধেয় বিশ্লেষণ

বর্তমান সমীক্ষায় মূলত ছয়টি(তিনটি সংবাদপত্র, একটি অনলাইন ও দু'টি টেলিভিশন) গণমাধ্যমকে আধেয় হিসেবে ধরা হয়েছে। এগুলো হলো- দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক মানবজমিন,বিভাগীয় শহর রাজশাহী তেকে প্রকাশিত স্থানীয় দৈনিক সোনালী সংবাদ, অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'বিডিনিউজটুয়েন্টিফোর.কম', যমুনা

টেলিভিশন ও সময় টেলিভিশন। এসব গণমাধ্যমে ১ থেকে ১৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিত ও প্রচারিত সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের উপর ভিত্তি করে বর্তমান গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে।

নিম্নে সমীক্ষাটির ফলাফল [গণমাধ্যমে নারীদের উপস্থাপন পর্যবেক্ষন বিশ্লেষণ] তুলে ধরা হলো-

রাজনীতি ও সরকার বিষয়ক সংবাদে নারী

রাজনীতি ও সরকার বিষয়ক সংবাদে নারীদের অংশগ্রহণ বেশি দেখা গেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া, বিরোধীদলীয় নেত্রী রওশন এরশাদের পাশাপাশি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য নারী নেত্রীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ড, প্রভাব, সভা-সমাবেশের খবর প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। পাশাপাশি মিয়ানমারের নেত্রী অংসান সুচি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান বিরোধীদলীয় নেত্রী হিলারী ক্লিনটন, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে,জার্মান চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মার্কেল প্রমুখ বিদেশী রাজনীতিবিদদের খবরও চোখে পড়েছে।যেখানে তুলে ধরা হয়েছে রাজনীতিকদের সফলতা, ব্যর্থতা ও সমালোচনা।সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এই সংবাদগুলো বেশিরভাগক্ষেত্রেই প্রথম, শেষ এবং আন্তর্জাতিক পাতায় এক, দুই, তিন বা চার কলামজুড়ে খুবই গুরুত্বের সাথে ট্রিটমেন্ট পেয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়,প্রায় প্রতিটি সংবাদেই রাজনীতিকদের ছবির ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে।অপরদিকে টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও প্রথমাংশে স্থান পেয়েছে এসব সংবাদ। তবে নেতৃস্থানীয় ছাড়া অন্য নারীদেররাজনৈতিক কর্মকান্ড, সভা সমাবেশে অংশ নেয়ার চিত্র বা সংবাদ খুবই কম দৃশ্যমান হয়েছে। অল্পকিছু যা প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়েছে তা ট্রিটমেন্টের বিচারে পেছনের সারিতে বা কম কলামবিশিষ্ট।

আবার অনেকসময় রাজনৈতিক নেত্রীদের বিরুদ্ধে রাজনীতির আড়ালে গোপন কেলেঙ্কারির খবরওউঠে এসেছে উক্ত সময়ের গণমাধ্যম পর্যালোচনায়। এসব সংবাদের উদ্ধৃতি হিসেবে, নেত্রী ও অন্যান্য নেতাকর্মীর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি সূত্র হিসেবে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও বিদেশী গণমাধ্যমের বরাত দেয়া হয়েছে। তবে ছয়টি গণমাধ্যমের মধ্যে 'দৈনিক মানবজমিনের' সংবাদগুলোর সূত্র ও উদ্ধৃতিতে নির্ভরযোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে বলেপ্রতীয়মান হয়। যেমন 'ব্রিটিশ রাজনীতিকদের যৌন কেলেঙ্কারি' এই বিষয়ে উক্ত দৈনিকে আটপর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনপ্রকাশিত হয়েছে (১ থেকে ১৫ নভেম্বর, ২০১৭)। এসব প্রতিবেদনে যেমন নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র ব্যবহার করা হয়নি তেমনি এখানে শিরোনাম ও সংবাদে যৌনতাকে কুরুচিপূর্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তেমনি একটি সংবাদ নিম্নরূপ-

প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ডরোডিকে বিছানায় নিলেন বব বুথবি

বৃটিশ রাজনীতিকদের যৌন কেলেঙ্কারি ৩

সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন, ৭ নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা-৩

ধর্ষণ, নির্যাতন, যৌন হয়রানি, হত্যা-আত্মহত্যা বিষয়ক সংবাদে নারীর প্রাধান্য

সংবাদপত্র, অনলাইন ও টেলিভিশনের সংবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রচারিত নারী বিষয়ক সংবাদের বেশিরভাগই(প্রায় দুই তৃতীয়াংশ) খবরধর্ষণ, নির্যাতন, পারিবারিক পীড়ন, যৌন হয়রানি, হত্যা, আত্মহত্যাকেন্দ্রিক।যেমন- খুলনায় গৃহবধুর লাশ হাসপাতালে রেখে পালালো স্বামী-শ্বাশুড়ি, ঝিনাইদহে বখাটের উৎপাতে জীবন দিলো কলেজছাত্রী, গত নয় মাসে ২৪৮৮ নারী-শিশু নির্যাতনের শিকার, হাজীগঞ্জে স্ত্রীকে হত্যা করে পালিয়েছে স্বামী, রৌমারিতে যৌন নির্যাতন; ছাত্রীদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ, শেরপুরে টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করায় ছাত্রীর আত্মহত্যা, ফুলবাড়িতে শিশুকে পাশবিক নির্যাতন ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ১ থেকে ১৫ নভেম্বর,২০১৭ সময়ে উল্লিখিত ছয়টি গণমাধ্যমে এধরনের প্রায় দু'শোটি সংবাদ প্রচার ও প্রকাশিত হয়েছে।

এসব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সাধারনত এক থেকে দুই কলাম জুড়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তা ছবিসহ তিন কলাম জুড়ে প্রথম, শেষ বা তৃতীয় পাতায় বক্স স্টোরি হিসেবে ট্রিটমেন্ট পেয়েছে। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে বেশিরভাগই সুত্রের ও উদ্ধৃতির উল্লেখ নেই। প্রত্যক্ষদশী, ভুক্তভোগী বা আত্মীয় স্বজনের তেমন কোন বক্তব্য নেওয়া হয়নি। বেশিরভাগক্ষেত্রে শুধু পুলিশের বক্তব্য দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে। আর ঘটনার বর্ণনা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন ধর্ষিতা বা নির্যাতিতা আরো একবার ঘটনার শিকার হচ্ছেন।

ওসিসিতে কান্না, ৯ মাসে ২৪৮৮ নারী-শিশু নির্যাতনের শিকার

রোকনুজ্জামান পিয়াস: পাঁচ বছরের অবুঝ শিশু। রাজধানীতে পিতা-মাতার সঙ্গে থাকে। গত ১লা আগস্ট পিতার সঙ্গে বেড়াতে যায় ফুফার বাসায়। সেখানে সমবয়সীদের সঙ্গে খেলা করছিল শিশুটি। এক পর্যায়ে ফুফার বাসার ভাড়াটিয়া ২০ বছরের যুবক রিমন তাকে চকলেট দেয়ার নাম করে নিজের কক্ষে ডেকে নেয়। সেখানে জোর করে পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

সূত্র: দৈনিক মানবজমিন, ১০ নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা-১

টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এসব সংবাদ প্রতিবেদন আকারে তুলে না ধরে বেশিরভাগই বুলেটিন আকারে প্রচারিত হয়েছে। যেখানে প্রত্যক্ষদর্শী, ভুক্তভোগী, আত্মীয়, অভিযুক্ত বা তার পরিবার, পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসনের বক্তব্য ছিলো। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত রোহিঙ্গা নারী শরণার্থীর ইস্যুতে গণমাধ্যমে খুবই অল্প এবং সাদামাটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ১০ নভেম্বর,২০১৭ তারিখে ২০ পৃষ্ঠায় এক কলাম সংবাদ 'উখিয়ায় পাশবিক নির্যাতনের অভিযোগে রোহিঙ্গা আটক'এবং ১১ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে একই পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে 'দু'মাসে নয় শতাধিক নারী ও শিশু পাচার' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত সময়ে টিভি চ্যানেলে একটি সংবাদও লিড নিউজ হিসেবে প্রচারিত হয়নি, বেশিরভাগই বিরতির পরে অর্থাৎ কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রচারিত হয়েছে।

নারীর সাফল্যকেন্দ্রিক সংবাদ কম

উল্লেখিত সময়ে নমুনাকৃত সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে নারীদের সাফল্য নিয়ে খুব বেশি প্রতিবেদন প্রকাশিত কিংবা প্রচারিত হয়নি । কিন্তু তবু যে কয়েকটি প্রতিবেদন দৈনিক যুগান্তর ও মানব জমিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ফোর্বসের ১০০ ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বৈশ্বিক লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে বাংলাদেশ, মৎস্যচাষে ঝিনাইদহের ইয়াসমিনের ভাগ্যবদলের গল্প, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ময়মনসিংহের ত্রিশালে বিগ্রেড ১২ মেয়ে শিক্ষার্থীর সফলতার গল্প, নাটোরের বাগাতিপাড়ায় বাল্যবিয়ে না দেওয়ার শপথ নিয়েছে ১৫০ নারী ইত্যাদি। এসব

সংবাদ প্রথম, তৃতীয়, নারী বিষয়ক বিশেষ পাতা বা শেষ পাতায় ছবিসহ এক, দুই কলামের ট্রিটমেন্ট পেয়েছে। তবে এ সংবাদগুলো অনলাইন বিডিনিউজটোয়েন্টিফোরডটকম ও দৈনিক সোনালী সংবাদ এবং টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে খুব একটা গুরুত্ব পায়নি।সংবাদপত্রগুলোতে এসব সংবাদ বেশিরভাগই ফিচার আকারে আবার দুয়েকটা উল্টো পিরামিড কাঠামোতেও প্রকাশিত হয়েছে। উদ্ধৃতি ও সূত্র হিসেবে সফল নারী, আত্মীয়, স্থানীয় প্রশাসন, বিদেশী গণমাধ্যমের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু গুরুত্বের বিবেচনায়, এসব প্রতিবেদনে,প্রয়োজনীয়ছবির ব্যবহারের ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে।

গাড়ি চালনায় বাংলাদেশের নারীদের সক্ষমতা শীর্ষক ৫ নভেম্বর 'যমুনা টেলিভিশনে' দুই মিনিটের একটি প্যাকেজ প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। যেখানে দেখানো হয় বাংলাদেশের নারীরা প্রাইভেট কার, স্কুটি (এক ধরনের বাইক) চালানোর পাশাপাশি চাকরিসুত্রে সরকারি পরিবহনের গাড়ি সহ ব্যবসায়িকভাবেও গাড়ি চালাচ্ছে।এটি যমুনা টেলিভিশনে প্রচারিত নারী বিষয়ক ইতিবাচক সংবাদের অন্যতম উদাহরণ।

ময়মনসিংহের ত্রিশালে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে মঙ্গলবার ব্রিগেড সদস্যদের সাইকেল তুলে দেন অতিথিরা   যুগান্তর

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে ব্রিগেড

ত্রিশালে ১২ শিক্ষার্থীকে সাইকেল প্রদান

ত্রিশাল প্রতিনিধি

সূত্র: যমুনা টেলিভিশন, ৫ নভেম্বর ২০১৭, সন্ধ্যা-৭টার সংবাদ এবং দৈনিক যুগান্তর, ১ নভেম্বর, পৃষ্ঠা-১৮

সচেতন নারীর চিত্রায়ন

"পিতৃতন্ত্র নারীর জন্য যে পেশাটি রেখেছে, তা বিয়ে ও সংসার; এই পিতৃতন্ত্রের নির্ধারিত জীবন নারীর নিয়তি"(আজাদ:১৯৯৫:২৩৩)। একজন নারীর জীবনে বিয়েটাই মূল লক্ষ্য হিসেবে দাঁড়ায় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে পরিবার থেকে বিয়ে দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয়। ফলশ্রুতিতে দেশে বাল্যবিয়ের সংখ্যা বাড়ছে। তবে আশারকথা হলো দেশের নারীরা এখন বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন হয়েছে। আর সংবাদপত্রের পাতায় সেসব নারীর সফলতার কথাই উঠে এসেছে। যেমন-দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় এমন সংবাদ উঠে এসেছে- সিলেটের রাউজানে উপজেলা প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে নিজের বিয়ে ঠেকিয়েছেন সপ্তম শ্রেনির এক ছাত্রী।

বর ৩ সন্তানের জনক

রাউজানে নিজের বিয়ে ঠেকাল ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী

রাউজান প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের রাউজানে নিজের বিয়ে ঠেকাল প্রিয়া আক্তার (১৩)। সে পূর্ব গুজরা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। প্রিয়া উপজেলার গুজরা ইউনিয়নের বড় ঠাকুরপাড়ার ফজর আলী মিয়ার মেয়ে। বর বাচা মিয়া একই এলাকার মৃত নুর মোহাম্মদের ছেলে। বাচা মিয়া (৪৫) তিন সন্তানের জনক। প্রিয়ার বাবা ফজর আলী একজন মাদকসেবী। ফজর নিজেই মঙ্গলবার বেলা দু'টার দিকে বাচা মিয়ার সঙ্গে প্রিয়ার বিয়ের সব আয়োজন চূড়ান্ত করে। প্রিয়া বিয়েতে রাজি নয়। সে লেখাপড়া শিখে বড় হতে চায়। উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য সে পালিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শামীম হোসেন রেজার বাসভবনে ছুটে যায়। ইউএনও ঘটনা শুনে প্রিয়ার পড়াশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রিয়া বাল্যবিয়ের অভিশাপ থেকে বেঁচে যায়।

সুনামগঞ্জের সহকারী পুলিশ সুপারের কাছে ছেলেকে তুলে দেন মা ঝুমা বেগম যুগান্তর

অস্ত্র মামলায় অন্যকে ফাঁসানোর দায়

কাঁদতে কাঁদতে ছেলেকে পুলিশে দিলেন মা

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

নিরপরাধ অটোরিকশা চালককে অস্ত্র মামলায় ফাঁসানোর দায়ে নিজ ছেলেকে অশ্রুসজল চোখে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এক মা। তার পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলে। মেয়েরা সবাই পড়াশোনা করলেও একমাত্র ছেলে পড়াশোনা ছেড়ে বিপথগামী। অপরকে অস্ত্র মামলায় ফাঁসানোর দায়ে সে অভিযুক্ত। পুলিশ সালমান ইসলামকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠিয়েছে।

সূত্র:দৈনিক যুগান্তর, ১ নভেম্বর, পৃষ্ঠা- ২ এবং ৭ নভেম্বর, পৃষ্ঠা- ২০

তবে খুবই সাদামাটা বা ফিচারধর্মী এসব খবর সংবাদপত্রের ভেতরের পাতায় এক, দুই কিংবা তিন কলামের বেশি ট্রিটমেন্ট পায়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে ছবি থাকলেও অনেক সংবাদে ব্যবহার হয়নি নির্ভরযোগ্য সূত্র ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতি। আবার অনেক সময় প্রথম ও শেষ পাতায় এসব সংবাদ ছাপা হলেও এক কলামের বেশি ট্রিটমেন্ট পায়নি। আর টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এই ধরনের সংবাদকে বিরতির পরেমাত্র ৩০-৩৫ সেকেন্ড সময় ধরে প্রচার করা হয়েছে।

বর্তমানে আমাদের সমাজে অনেক নারী আছেন যারা বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা যেমন, দুর্নীতি, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, অপরাধ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তাদের সেই সাহসী পদক্ষেপ ও ভূমিকার কথা উঠে এসেছে গণমাধ্যমে। যেমন- দৈনিক যুগান্তর ও যমুনা টিভির এক সংবাদে দেখা যায়, 'অপরাধ কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকার জন্য মা তার সন্তানকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন'।

খেলাধূলা

ছয়টি গণমাধ্যমের সংবাদে নারীদের খেলাধূলা সংক্রান্ত সংবাদ ছিলো হাতেগোনা। যা পুরুষের তুলনায় খুবই কম। খেলাধূলা পাতায় প্রকাশিত দুই তিন কলামের এসব সংবাদ কিছুটা ফিচারধর্মী।বিজয়ী খেলোয়াড়দের উল্লসিত ও ক্রীড়ারত অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে।আবার অনেকসময় এমন কিছু ছবি ব্যবহার করা হয়েছে যার কোন দরকার ছিলনা। অনেকক্ষেত্রে নারী খেলোয়াড়ের চেয়ে লাস্যময়ী নারীর ছবি দেয়া হয়েছে। খেলাধূলার খবর খেলাধূলা পাতায় এক থেকে তিন, চার, পাঁচ কলাম জুড়ে ছবিসহ ট্রিটমেন্ট পেয়েছে। যেখানে খেলোয়াড়, কোচ ও কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদন লেখা হয়েছে।

আবার খেলোয়াড়দের ব্যক্তিজীবনের অনেক ঘটনাও উঠে আসে সংবাদপত্রের খেলাধূলা পাতায়। যেমন- তাদের বিয়ে, সন্তান জন্মদান, দূর্ঘটনা ইত্যাদি। এরকম হলো- ফুটবলার রত্না হাসপাতালে, সন্তানকে ফেরত চান টেবিল টেনিস তারকা সালেহা ইত্যাদি। স্থানীয় পত্রিকায় জাতীয় পত্রিকার চেয়ে হাতেগোনা খেলাধূলার সংবাদ তুলে ধরা হয়েছে। টেলিভিশনে (যমুনা ও সময় টিভি) প্রাইম টাইম সংবাদে কোন খেলার সংবাদ প্রচারিত হয়নি।

বিনোদন পাতায় নারী

সংবাদপত্রের বিনোদন পাতায় নারী তারকাদের সরব উপস্থিতি ছিলো। বিনোদন পাতার সংবাদ বিশ্লেষণ করে একথা বলতেই হয় যে, নারীদের এখানে পন্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে নারীর দেহ, রূপ, যৌবনকে সৌন্দর্য্যের প্রধান প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।আবার নারীকে বিভিন্ন বিশেষনে বিশেষায়িত করা হয়েছে যেখানে তার রূপ যৌবন প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন- দৈনিক যুগান্তরের বিনোদন পাতায় চলতি বিপিএল খেলার উপস্থাপনা নিয়ে সংবাদের শিরোনামে বলা হয়েছে 'বিপিএল মাতাবেন তিন সুন্দরী'। এরমাধ্যমে বোঝানো হয়েছে উপস্থাপনায় সুন্দরী যৌবনমতী নারীদেরই প্রয়োজন। এর অর্থ কি সৌন্দর্য্য ও যৌবন ছাড়া নারীর কোন মূল্য নেই!পাশাপাশি তারকাদের যে ছবিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তাতে তাদের খোলামেলা পোশাক লক্ষ্য করা যায়। যা দেখে মনে হচ্ছে গণমাধ্যম আধুনিকতার নামে এধরনের অশ্লীলতা প্রকাশের বিরাট হাতিয়ার হিসেবে নিজেকে প্রমান করতে চাইছে।

বিপিএল মাতাবেন তিন সুন্দরী

সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর, ৩ নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১২

বিনোদন পাতার সংবাদগুলো বেশিরভাগই দুই থেকে তিন কলামের ট্রিটমেন্ট পেয়েছে। দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার বিনোদন পাতায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার বেশিরভাগই নারী তারকাদের নিয়ে লেখা। কিন্তু প্রতিবেদনের সাথে ছবি প্রকাশের মাধ্যমে নারীদের এখানে অর্ধনগ্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নারী সৌন্দর্যকে তুলে ধরতে বিভিন্ন বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন- গ্লামারাস, সুন্দরী, সৌন্দর্যের প্রতিমা, প্রিয়দর্শিনী ইত্যাদি। এসব সংবাদের নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র উল্লেখ করা হয়নি।

অপরাধ ওসন্ত্রাসী কর্মকান্ডে নারীর চিত্রায়ণ

বর্তমানে গণমাধ্যমে নারীদের বিভিন্ন অপরাধ কর্মকান্ড নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনগুলো যেসব শিরোনামে এসেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, চাঁপাইনবাবগঞ্জে শিশু পুত্রকে হত্যার অভিযোগ মা রোজিনাকে আটক করেছে পুলিশ, নেত্রকোনায় স্বামী হত্যায় স্ত্রীসহ প্রেমিকের মৃত্যুদন্ড, কিশোরী আজিজাকে পুড়িয়ে হত্যায় চাচী ও তার মাকে সিলেট থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, বাড্ডায় বাবা-মেয়েখুন; মেয়ের মুখে বালিশ চেপে ধরেন মা নিজেই। সংবাদপত্রের পাতায় এসব সংবাদ বেশ গুরুত্বের সাথে ট্রিটমেন্ট পেয়েছে। প্রথম, শেষ পাতা ও মাঝের পাতায় এসব সংবাদ এক, দুই, তিন, চার কলামজুড়েস্থান পেয়েছে।
আবার শব্দ ও বাক্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও কিছু সমস্যা দৃশ্যমান হয়েছে। যেমন- ১০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় 'উখিয়ায় পাশবিক নির্যাতনের অভিযোগে রোহিঙ্গা আটক' শীর্ষক এক কলামের সংবাদের শিরোনামে পাশবিক নির্যাতন বলা হলেও নিচের দিকে সরাসরি ধর্ষণ হিসেবে লিখা হয়েছে। আবার ধর্ষণের ফলে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় বলা হয়েছে। এখানে 'রক্তাক্ত' শব্দটি ব্যবহৃত না হলে ভালো হতো।

এসব সংবাদেরও প্রায় প্রতিটিতেই পুলিশের উদ্ধৃতি রয়েছে। তবে বেশিরভাগক্ষেত্রেই অভিযুক্ত কারো বা তাদের আত্মীয় স্বজনের বক্তব্য নেয়া হয়নি। এসব সংবাদে নারীদের ছবি ব্যবহার না হলেও অনেক সময় নাম ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে, যা সাংবাদিকতার নৈতিকতার পরিপন্থী। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দোষ প্রমানিত হবার আগেই অভিযুক্তকে অপরাধী হিসেবে সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে।টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও অপরাধ প্রমানিত হবার আগেই আসামীর ছবি ও ভিডিও দেখানো হয়েছে যা সাংবাদিকতার নৈতিকতার লঙ্ঘন।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

গণমাধ্যমগুলোতে নারীদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা নিয়ে খুব বেশি সংবাদ দেখা যায়নি। ১ থেকে ১৫ নভেম্বর,২০১৭ পর্যন্ত সময়েমাত্র ১২টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে ভুল চিকিৎসায়প্রসূতির মৃত্যু, জমজ বাচ্চার একটি পেটে রেখেই অপারেশন শেষ করলেন চিকিৎসক-খবরগুলোউল্লেখযোগ্য। আবার টেলিভিশনে প্রসূতি মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ঝুঁকি, রোগী দেখা নিয়ে ডাক্তারদের ফাঁকিবাজি ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ প্রচার হয়, যেখানে নারীদের সাক্ষাৎকার রয়েছে। গণমাধ্যমে এসব খবর এক দুই কলামজুড়ে ভেতরের পাতাগুলোতে ছাপা হয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছবি ব্যবহার হয়নি। তবে টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এসব সংবাদ বিরতির পর এবং শেষের দিকে অল্প সময়ের জন্য প্রচার করতে দেখা গেছে। দু'একটি প্রতিবেদনও প্রচারিত হয়েছে। সংবাদপত্রগুলোতে নারীকেন্দ্রিক বাইলাইন (সাংবাদিকের নামোল্লেখসহ) নিউজ হয়নি তবে টেলিভিশনে নারী বিষয়ক প্রতিবেদনে নারী প্রতিবেদকের/ ডেস্কের নিউজরুম এডিটরদের আধিক্য ছিল। সাংবাদিকতায় দেখা যায়, বিশ্লেষণধর্মী বা অনুসন্ধানী বা আলোড়ন তৈরী করা সংবাদে সাধারণত প্রতিবেদকের ক্রেডিট বাই লাইন সংবাদের মাধ্যমে দৃশ্যমান করা হয়ে থাকে। যেহেতু পত্রিকায় উল্লেখিত দিনের মধ্যে নারী বিষয়ক কোনো সংবাদই বাইলাইন আসেনি, সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে, প্রকাশিত সংবাদগুলোর বেশিরভাগই ছিল উপরিতল সংবাদ, সেখানে অনুসন্ধানী/ব্যাখ্যামূলক বা ফিচার সংবাদ তেমন প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া স্মরণকালের অবর্ণনীয় মানবৃসষ্ট দুর্যোগের ফল হিসেবে মায়ানমার থেকে আমাদের দেশের কক্সবাজারেপালিয়ে আসা নারী রোহিঙ্গাদের মানবেতর জীবনযাপন, খাদ্য পুষ্টি চাহিদা পূরণ না হওয়া, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকারের মত ইস্যুতে গণমাধ্যমের যে ভূমিকা প্রত্যাশিত ছিলো তা পূরণ হয়নি, এটি নিয়ে অনেক ব্যাখ্যামূলক এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করার দাবি একান্তভাবে প্রত্যাশিত।

গণমাধ্যমগুলোর দৈনিক সংবাদ বিশ্লেষণ

ছয়টি গণমাধ্যমে যেসব সংবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে তার খুব কমই নারী বিষয়ক। বিশেষকরে টেলিভিশন ও অনলাইনের মোট সংবাদের প্রায় ১০ শতাংশ নারী বিষয়ক। আবার অনেকদিন নারী বিষয়ক কোন সংবাদই প্রচার হয়নি। এখানে গবেষণার আলোকে ছয়টি গণমাধ্যমেরই সংবাদ বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো-

যমুনা টেলিভিশন

সংবাদভিত্তিক এই চ্যানেলের প্রতিদিন প্রাইম টাইম (সন্ধা ৭ টা) এর সংবাদে নারীদের উপস্থাপন পর্যবেক্ষন করা হয়েছে। এখানে ৫ নভেম্বরের সংবাদ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঐদিন প্রাইম টাইমে ২০টি সংবাদের মধ্যে একটি নারী বিষয়ক সংবাদ প্রতিবেদন আকারে এসেছে। গাড়ি চালানোয় নারীর সফলতা নিয়ে ২ মিনিটের এই প্যাকেজ প্রতিবেদনে নারীদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়। যেখানে নারীরা গাড়ি চালানোর বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, সফলতা ও সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁরা ঢাকা ও এর আশেপাশের এলাকায় গাড়ি চালাতে অন্য পুরুষ চালকদের কটুক্তি, ট্রাফিক সার্জেন্টদের সহযোগিতা, স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগিতার কথা জানিয়েছেন। আর ঐদিন প্রচারিত সাতটি প্রতিবেদনে নারী প্রতিবেদক ছিলেন মাত্র একজন।

আবার ১৩ নভেম্বরে প্রচারিত ২১টি সংবাদের মধ্যে নারী বিষয়ক সংবাদ ছিলো ২টি, এরমধ্যে একটি প্রতিবেদন, যার প্রতিবেদকও নারী। বরগুনার পাথরঘাটার সরকারি কলেজের পাশে ধর্ষণ ও হত্যা করে ফেলে

রাখা এক তরুনীকে নিয়ে সংবাদটি প্রচারিত হয়। প্রতিবেদনে মেয়ে শিক্ষার্থীদের বক্তব্যে উঠে এসেছে এ ঘটনায় তারা অনেকটাই আতঙ্কে আছেন। যেন ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটতে না পারে, তাই জড়িতদের শাস্তির দাবিও করেন তারা। এভাবে প্রতিদিন গড়ে ১৮ থেকে ২২ টি সংবাদ প্রাইম টাইম নিউজে আসে যেখানে নারী বিষয়ক সংবাদ খুবই কম। আর দু'একটি প্রতিবেদন থাকলেও তা অনুসন্ধানী বা ব্যাখ্যামূলক নয়। এ বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়া বিশেষ প্রয়োজন।

সময় টেলিভিশন

সংবাদভিত্তিক এই চ্যানেলের প্রাইম টাইম সংবাদে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০ টি সংবাদ প্রচারিত হয়। এরমধ্যে নারী বিষয়ক সংবাদ থাকে ২ থেকে ৪টি। ১৩ নভেম্বরের মোট ১৭টি সংবাদের মধ্যে নারীবিষয়ক ছিলো ৪ টি।এরমধ্যে বরগুনার পাথরঘাটার সরকারি কলেজের পাশে ধর্ষণ ও হত্যা করে ফেলে রাখা এক তরুণীকে নিয়ে এই সংবাদটি ভালো ট্রিটমেন্ট পেয়েছে। অর্থাৎ টেলিভিশন চ্যানেলের ক্ষেত্রেও সংবাদপত্রের মতো ধর্ষণ বা অপরাধ সংবাদে নারীর বিষয়গুলো ভালো ট্রিটমেন্ট পেয়ে আসছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

বিডিনিউজ২৪

গবেষণাকালীন অনলাইনভিত্তিক এই নিউজপোর্টালের প্রকাশিত সংবাদগুলোতে নারী বিষয়ক সংবাদ খুব একটা চোখে পড়েনি। যেমন ১, ৫, ৯ এবং ১২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে নারী বিষয়ক কোন সংবাদই আসেনি। আবার অন্যান্য দিনগুলোতেও ১ থেকে ৪ টির বেশি সংবাদ প্রতিবেদন আসেনি। উল্লেখ্য ১৪ নভেম্বর সর্বাধিক পঠিত অংশে ২টি নারী বিষয়ক সংবাদ উঠে আসে। এরমধ্যে নারী নির্যাতন বিষয়ক একটি এবং অন্যটি বিনোদন ধর্মী। বিডিনিউজের সংবাদ পর্যালোচনায় অন্যান্য গণমাধ্যমের তুলনায় সংবাদের ভাষা এবং শব্দের ব্যবহারে তুলনামূলক সতর্কতা দেখা গেছে। যেমন ১০ নভেম্বরের একটি প্রতিবেদন নিচে দেখানো হলো-

ধর্ষণের ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগ, ছাত্রলীগ নেতা বহিষ্কৃত

Published: 2017-11-10 16:52:43.0 BdST Updated: 2017-11-10 16:52:43.0 BdST

শরীয়তপুরে একাধিক নারীকে ধর্ষণ ও তার ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগ ওঠার পর স্থানীয় এক ছাত্রলীগ নেতাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বহিষ্কৃত মো. আরিফ হোসেন হাওলাদার ভেদরগঞ্জ উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক।

উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. ওয়াসিম তালুকদার বলেন, নারীদের সঙ্গে নারায়ণপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আরিফ হোসেন হাওলাদারের অশ্লীল ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার অভিযোগ তদন্ত করে প্রমাণ পাওয়ার পর তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

উপজেলা ছাত্রলীগ নেতাকর্মী, পুলিশ ও কয়েকজন নারীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আরিফ হোসেন গোসলখানায় গোপন ক্যামেরা রেখে স্থানীয় এক নারীর অশ্লীল ভিডিও ধারণ করেন। ওই ভিডিও দেখিয়ে পরে তাকে ধর্ষণ করেন।

সোনালী সংবাদ

গবেষণায় দেখা গেছে, রাজশাহীর স্থানীয় দৈনিক সোনালী সংবাদে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪০ থেকে ৬০ টির মত সংবাদ প্রকাশিত হয়। এরমধ্যে নারী বিষয়ক সংবাদ থাকে ৪ থেকে ৮ টি। উল্লেখ্য ৩ নভেম্বরের সংবাদপত্র বিশ্লেষনে দেখা গেছে ঐদিন মোট ৪৩ টি সংবাদের মধ্যে নারী বিষয়ক ছিলো ৬টি। এর পাশাপাশি সম্পাদকীয় একটি এবং উপ-সম্পাদকীয় বা কলাম রয়েছে একটি। যেখানে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সূত্রঃ দৈনিক সোনালী সংবাদ, ১২ নভেম্বর, সম্পাদকীয়, পৃষ্ঠা-৮

দৈনিক যুগান্তর ও মানবজমিন

বিশ্লেষনে দেখা গেছে, দৈনিক যুগান্তর ও দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় নারী বিষয়ক সংবাদ সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে, যদিও তা মোট সংবাদের তুলনায় অনেক কম। উল্লেখ্য ১ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে এই দুই সংবাদপত্রে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে নারী বিষয়ক সংবাদ এসেছে প্রায় ৩২০ টি। যা মোট সংবাদের প্রায় দশ শতাংশ।

গণমাধ্যমের বিজ্ঞাপনে নারীর উপস্থাপন

প্রাইম টাইম সংবাদের মধ্যে টেলিভিশনগুলোতে ৫০ থেকে ৫৫টি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য দৈনিক ৫২ থেকে ৫৫ মিনিটের সংবাদে প্রায় ২৬ মিনিটই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, একই বিজ্ঞাপন বারবার প্রচারিত হয়। সে হিসেবে বলা যায় প্রায় ৮/১০টি বিজ্ঞাপনই প্রাইম টাইম সংবাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। যেসব বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ভেজলিন লোশন, ভেজলিন ময়েশ্চারাইজার ক্রিম, লাক্স সাবান, ফেয়ার এ্যান্ড লাভলি ক্রিম, পন্ডস লোশন ও ক্রিম, মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, রিভাইভ লোশন, ক্লিয়ার শ্যাম্পু, ওয়ালটন ফ্রিজ ও টিভি, রিন পাওয়ার হোয়াইট, সার্ফ-এক্সেল, লাইফবয় সাবান, ক্লোজ-আপ টুথপেস্ট, ম্যাজিক বিস্কুট, যমুনা ফ্রিজ, প্রাণ মি. ম্যাংগো ক্যান্ডি, ইস্পাহানি চা, রবি টেলিকম, গ্রামীনফোন উল্লেখযোগ্য।

টেলিভিশনের (সময় টিভি ও যমুনা টিভি) ক্ষেত্রে এসব বিজ্ঞাপন ১৫ থেকে ৩০ সেকেন্ড পর্যন্ত প্রচারিত হয়। আবার সংবাদপত্রে (যুগান্তর, মানবজমিন ও সোনালী সংবাদ) প্রথম শেষপাতা সহ বিভিন্ন পাতায় ২, ৩, ৪, ৫ কলাম কখনোবা ৭, ৮ কলাম জুড়ে স্থান পেয়েছে।

বিজ্ঞাপনে পুরুষের চেয়ে নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেশি। যা একদিকে সংখ্যাগত বিচারে ইতিবাচক দিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন প্রসাধনী যে শুধু নারীরাই ব্যবহার করে বা ভোগ্যপন্য নারীরাই ক্রয় করে সেবা গ্রহণ করে তেমনটি নয়। তারপরও একতরফাভাবে বিজ্ঞাপনে পন্যের কাটতি বাড়ানোর জন্যই নারীদের

আধিক্য থাকে বলে বিবেচনার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া বেশিরভাগ বিজ্ঞাপনে নারীদের অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন- লাক্স সাবান এবং ভেজলিন ক্রিমের বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনে নারীদের ব্যবহার করা হয়েছে, পণ্য বিক্রির হাতিয়ার হিসেবে। উল্লেখ্য, রবির বিজ্ঞাপনে মডেল ও অভিনেত্রী 'মৌ' কে দিয়ে রবির বন্ধ সংযোগে ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে। এরকম প্রতিটি বিজ্ঞাপনেই নারীদের দিয়ে পন্য কিনতে বা ব্যবহারের অনুরোধ করা হয়েছে।

সামগ্রিক পর্যালোচনা

ছয়টি গণমাধ্যমের উপর পরিচালিত বর্তমান সমীক্ষার আলোকে এ কথা নির্দ্ধিধায় বলা যেতে পারে যে, গণমাধ্যমে নারীদের উপস্থাপন সঠিকভাবে হচ্ছেনা।সমীক্ষাকালীন সময়-পর্বে নারী বিষয়ক তেমন অনুসন্ধানী বা ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন দৃশ্যমান হয়নি। যা প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়েছে বেশিরভাগই উপরিতল সংবাদ। যেগুলোর অনেকগুলোতে নৈতিকতা বা সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকতার আইন মেনে চলার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। তবে টেলিভিশন সংবাদে উপস্থাপনার (অ্যানাউন্সার/ সংবাদ পাঠক)ক্ষেত্রে অনেকটাই সমতা এসেছে। টেলিভিশন চ্যানেলে সংবাদ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে (যমুনা ও সময় টিভির আলোকে) বলা যায় প্রায় পুরোপুরি সমতা এসেছে। কিন্তু রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও টেলিভিশন সবখানেই পিছিয়ে আছে নারীরা। এক্ষেত্রে শুধু যে পুরুষশাসিত সমাজই দায়ী তা নয়, নারীরাও এ পেশায় আসতে অনেকটাই আগ্রহী নয় বলে মনে হয়েছে।

যাহোক গত ১ থেকে ১৫ নভেম্বর,২০১৭ পর্যন্ত সময়ে "দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক মানবজমিন, রাজশাহীর স্থানীয় দৈনিক সোনালী সংবাদ, অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'বিডিনিউজটুয়েন্টিফোর.কম', যমুনা টেলিভিশন ও সময় টেলিভিশন" এ প্রকাশিত ও প্রচারিত সংবাদের আলোকে 'গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপন পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক সমীক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

উল্লিখিত সময়ে গণমাধ্যমগুলোতে প্রায় পাঁচ হাজার সংবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এরমধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ষণ, নির্যাতন, হত্যা, আত্মহত্যা, পারিবারিক পীড়ন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, অপরাধ, খেলাধূলা, বিনোদন, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, সচেতনতা, সফলতা, দূর্ঘটনা ও উপ-সম্পাদকীয় মিলে প্রায় পাঁচশত নারী বিষয়ক সংবাদ প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে। যা মোট সংবাদের প্রায় ১০ শতাংশ। যেমন-

- ✓ সরকার ও রাজনীতি বিষয়ক সংবাদ ৭৩টি
- ✓ নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌতুক, আত্মহত্যা বিষয়ক ১৭৮টি
- ✓ নারী অপরাধ ১৮টি
- ✓ বিনোদন ১৩০টি
- ✓ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ১২টি
- ✓ নারী সফলতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ৩২টি
- ✓ খেলাধূলা ২৭টি
- ✓ সম্পাদকীয় ১টি
- ✓ উপ-সম্পাদকীয় ১টি
- ✓ অন্যান্য ১৪টি

ছয়টি গণমাধ্যমের মধ্যে যুগান্তর ও মানবজমিন পত্রিকায় নারী বিষয়ক সংবাদ সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে। এদিকে টেলিভিশনে সংবাদ উপস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজে নারীদের অংশগ্রহণ ছিলো মোটামুটি স্বাভাবিক। প্রাইম টাইম সংবাদ উপস্থাপনায় প্রতিদিন একজন পুরুষ ও একজন নারী ছিলেন। সময় টিভিতে ১৪ দিনে ২২ জন এবং যমুনা টিভিতে ১০ জন নারী সংবাদকর্মীর প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া প্রতিবেদন ও

বুলেটিনে নারীর সাক্ষাৎকার এসেছে প্রায় ১৩০ জনের। এরমধ্যে রাজনৈতিক সংবাদে প্রায় ৪০ জনের, নারীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে ৩ জনের, নারী নির্যাতনসহ আত্বহত্যা ইত্যাদি বিষয়ে ৩০ জনের সাক্ষাৎকার ছিলো।

উল্লেখ্য সংবাদপত্রগুলোর ভাষা, তথ্যসূত্র, উদ্ধৃতি, ছবি ব্যবহারে আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে গবেষকের মনে হয়েছে। তাছাড়া দুটো মাধ্যমেই নারী বিষয়ক সংবাদের হার বাড়ানো বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষ করে শহুরে নারীদের পাশাপাশি গ্রামীন নারীর সাফল্য সংবাদ অন্যদের অনুপ্রেরণা দিতে কাজ করতে পারে যা প্রকাশ বা প্রচারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বাড়াতে হবে। আবার গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, প্রধানত ঘটনার শিকার হিসেবে নারীর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যেখানে নারী হিসেবে সক্রিয় সংবাদের পরিমান কম। ফার্স্ট লিড বা সেকেন্ড্ লীড হিসেবে বা পৃষ্ঠাগত বিচারে নারী বিষয়ক সংবাদ যথার্থ ট্রিটমেন্ট পায় নি। উল্লিখিত সময়ে নারী উন্নয়ন বা নারী আন্দোলনের চিত্র বা সংবাদ প্রকাশিত বা প্রচারিত হতে দেখা যায়নি।

ধরে নেয়া হয় সম্পাদকীয় এবং উপ-সম্পাদকীয় পাতায় যে কোনো সংবাদ পত্রিকার নীতি নির্ধারণ ও ট্রিটমেন্টের পরিচয় বহন করে। উক্ত গবেষণা কালে শুধু রাজশাহীর দৈনিক সোনালী সংবাদে এমন একটি সম্পাদকীয় এবং উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ ছাড়া অন্য কোনো গণমাধ্যমে নীতি নির্ধারকদের জন্য এমন দৃষ্টি আকর্ষক কোনো কলাম বা মতামতধর্মী নিবন্ধ প্রকাশ পায়নি যদিও বা উক্ত সময়ের মধ্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নারী বিষয়ক সংবাদ বা ঘটনা ঘটেছিল। #